বাজেটে আয়কর বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সমুহ

১। করহারঃ

ক। ন্যূনতম করহার হ্রাস

ব্যক্তি করদাতাদের ব্যবসায়িক টার্নওভার করহার ০.৫% এর পরিবর্তে ০.২৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

খ। কোম্পানি করহার হ্রাস

- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির করহার ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩২.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কোম্পানি ও ব্যক্তিসংঘ ব্যতিত অন্যান্য কৃত্রিম ব্যক্তি-সত্তা ও করারোপণযোগ্য সত্তার করহার ৩০ শতাংশ করা হয়েছে।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের করহার ১৫ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে।
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের করহার লিস্টেড ব্যাংক ও বীমার মতো করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ। এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসির) করহার

- এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসি) এর করহার ২৫% প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা

- তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার জন্য করমুক্ত সীমা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ১০০ (একশত) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গ হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে নিম্নোক্তভাবে কর রেয়াত প্রদান করা হবে-
    ১. প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ); অথবা
    ২. তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুটোর মধ্যে যেটি কম।

ঙ। ব্যক্তি শ্রেণির করহার

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ন্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার
৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১ লক্ষ টাকার	৫%
পরবর্তী ৩ লক্ষ টাকার	১০%
পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকার	১৫%
পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার	২০%
অবশিষ্ট টাকার	২৫%

চ। সারচার্জ যৌক্তিকীকরণ

- বিদ্যমান ৭টির পরিবর্তে ৫টি ধাপের প্রস্তাব করা হয়েছে;
- আয় না থাকলে সম্পদের উপর সারচার্জ পরিশোধের বিধান বাতিল করা হয়েছে;
- ন্যূনতম সারচার্জ বিলোপের প্রস্তাব করা হয়েছে;

	সম্পদ	প্রস্তাবিত সারচার্জের হার
(ক)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি; বা, কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৮,০০০বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হলে-	৩৫%

ছ। মৎস্য আয়ের করহার যৌক্তিকীকরণ

- বিদ্যমান তিনটি করধাপের পরিবর্তে চারটি করধাপের প্রস্তাব করা হয়েছে;
- ২০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০% এর পরিবর্তে ৩০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫% করহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিদ্যমান বিধান		প্রস্তাবিত বিধান	
আয়ের পরিমাণ	করহার	আয়ের পরিমাণ	করহার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য	প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১০%	পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
		অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

২। উৎস করহারঃ

ক। আমদানি পর্যায়ে উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ

আমদানি পর্যায়ে উৎসে করহার নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে-

- সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল ৩% এর পরিবর্তে ২%
- সমুদ্রগামী জাহাজ ২% এর পরিবর্তে ১%
- ক্যাশ রেজিস্ট্রার, সব ধরনের ফল, প্রপেলার শূন্যের পরিবর্তে ৫%
- নারিকেলের তন্তু ৫% এর পরিবর্তে ৩%
- সকল ধরনের মদ ও পারফিউম ৫% এর পরিবর্তে ২০%।

খ। সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে করহার হ্রাস

- সিমেন্ট, লোহা এবং লোহা জাতীয় পণ্যের করহার ৩% হতে কমিয়ে ২% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- সরবরাহের বিপরীতে করহারের বিদ্যমান ৪ ধাপের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৩ ধাপ প্রস্তাব করা হয়েছে-

ক্রম.	বিদ্যমান বিধান		প্রস্তাবিত বিধান	
	ভিত্তি অংক	হার	ভিত্তি অংক	হার
১.	১৫ লক্ষের অধিক না হলে	২%	৫০ লক্ষের অধিক না হলে	৩%
২.	১৫ লক্ষের অধিক কিন্তু ৫০ লক্ষের অধিক না হলে	৩%	৫০ লক্ষের অধিক কিন্তু ২ কোটির অধিক না হলে	৫%

৩.	৫০ লক্ষের অধিক কিন্তু ১ কোটির অধিক না হলে	৪%	২ কোটির অধিক হলে	৭%
৪.	১ কোটির অধিক হলে	৫%		

গ। সাধারণ উৎস করহার হ্রাস

- কোনো নিবাসী ঠিকাদার বাংলাদেশে কোনো অনিবাসীর ঠিকাদারী করলে উক্ত কাজের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন করার হার ১০% এর পরিবর্তে ৭.৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- করযোগ্য আয় নেই এমন শ্রমিকদের ২৫,০০০ টাকার পর্যন্ত worker's participation fund বা শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিল হতে অর্থ প্রদানের সময় উৎসে আয়কর কর্তন না করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ। সাধারণ উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ

- পাবলিক অকশনের মাধ্যমে কোনো পণ্য, সম্পত্তি বা অধিকার বিক্রয় করা বা লিজ প্রদান করা হলে অকশন ক্রেতার নিকট হতে ৫% এর পরিবর্তে ১০% হারে উৎসে অগ্রিম কর সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩" অধীন লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন কালে উৎসে ৫০,০০০ টাকা কর সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- শুধুমাত্র রেন্টাল এর পরিবর্তে সকল ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণের বিপরীতে বিল পরিশোধকালে উৎসে কর্তনের বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঙ। পুরাতন নৌযানের অগ্রিম কর হ্রাস

- যে সকল নৌযানের ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সেগুলোর জন্য যাত্রীপ্রতি অগ্রিম কর ১২৫ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করা হয়েছে।

৩। করনেট সম্প্রসারণ

ক। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে-

- দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
- দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে পোস্টাল সেভিংস্ ডিপোজিট খুলতে;
- বাড়ির নকশা অনুমোদনে; এবং
- সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনে।

খ। ই-কর্মাস প্ল্যাটফর্ম কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। অটোমেটেড চালানে কর পরিশোধ

৫ লক্ষ পর্যন্ত যেকোনো অংকের কর অটোমেটেড চালানে বা এ-চালানে পরিশোধ করতে হবে।

৫। বাংলাদেশের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন

বাংলাদেশের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে বিদ্যমান ২২টি খাতের পাশাপাশি নিম্নোক্ত আরো ৬টি নতুন খাতকে করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে-

অ। Cloud service;

আ। System Integration;

ই। e-learning platform;

ঈ। e-book publications;

উ। Mobile application development service; এবং

ঊ। IT Freelancing।

৬। মেগা শিল্প উৎপাদনে “Made in Bangladesh”- কে প্রণোদনা

মেগা শিল্পে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অন্যূন ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে স্থাপিত অটোমোবাইল (থ্রি হুইলার ও ফোর হুইলার) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২০ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৭। হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস উৎপাদনে “Made in Bangladesh”- কে প্রণোদনা

ওয়াশিং মেশিন, ব্লেন্ডার, মাইক্রোওয়েভ অভেন, ইলেক্ট্রিক সেলাই মেশিন, ইন্ডাকশন কুকার, কিচেনহুড এবং কিচেন নাইভস্- এ সকল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস উৎপাদনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৮। কৃষিপণ্যের শিল্পায়ন, উদ্যোক্তা তৈরী এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা

ক। শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যে মূল্য সংযোজনে, যেমন-

অ। ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ,

আ। শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ,

ই। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, এবং

ঈ। শিশু খাদ্য উৎপাদনকারী

উদ্যোক্তাকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

খ। কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৯। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা

শিল্পায়নের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে নিম্নোক্ত খাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়ছে-

ক। কৃষি, ফিশারিজ, বিজ্ঞান ও আইটি খাতের সকল ধরনের ডিপ্লোমা ডিগ্রি ও ভোকেশনাল শিক্ষা; এবং

খ। অটোমোবাইল, এয়ারক্রাফট সংরক্ষণ, খাদ্য, ফুটওয়ার, গ্লাস, মাইনিং, মেকানিক্যাল, শিপ বিল্ডিং, লেদার, রেফ্রিজারেশন, সিরামিক্স, মেকানিস্ট, গার্মেন্টস্ ডিজাইন এবং প্যাটার্ন মেকিং, ফার্মেসি, নার্সিং, ইন্টিগ্রেটেড মেডিক্যাল, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, আল্ট্রাসাউন্ড, ডেন্টাল, এনিম্যাল হেলথ এন্ড প্রডাকশন সার্ভিস, ক্লিদিং ও গার্মেন্ট ফিনিসিং, পোল্ট্রি ফার্মিং এর উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান।

১০। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্যোক্তা তৈরী এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা

হালকা প্রকৌশল শিল্পের সকল প্রকার পণ্য, যা-

অ. কেবল শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে; এবং

আ. পূর্ণাঙ্গ কোনো যন্ত্র নয়, কেবল যন্ত্রাংশ হবে,

উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১১। আইটি হার্ডওয়ার খাতে উদ্যোক্তা তৈরী এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা

আইটি খাতে বাংলাদেশে আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য শিল্প ও উদ্যোক্তা তৈরী এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা হিসেবে মাদারবোর্ড, ক্যাসিং, ইউপিএস, স্পীকার, সাউন্ড সিস্টেম, পাওয়ার সাপ্লাই, ইউএসবি ক্যাবল, সিসিটিভি এবং পেনড্রাইভ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১২। সুলভ এবং বিকেন্দ্রীত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুলভ করতে হাসপাতালের আয়কে দশ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। তবে তা-

অ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার বাইরে স্থাপিত হতে হবে; এবং

আ। অন্যূন ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল অথবা ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল হতে হবে।

১৩। নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা

নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন SME খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।

১৪। দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ও বন্ড মার্কেট সৃষ্টিতে সহায়তা

দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে সুকুক বন্ডের সহজ প্রচলন ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর এবং ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট হতে মূল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পত্তি পুনঃ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হতে অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৫। অবচয়ের হার যৌক্তিকীকরণ

ব্যবসায়ে ব্যবহৃত সাধারণ ভবনের বিদ্যামান ও প্রস্তাবিত অবচয়ের হার নিম্নরূপ:

	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
সাধারণ ভবন	১০%	৫%
ফ্যাক্টরি ভবন	২০%	১০%

১৬। অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ

ক। নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহ ব্যাংক ট্রান্সফারের পাশাপাশি মোবাইল ফাইনানসিয়াল সার্ভিস বা এমএফএসের মাধ্যমে পরিশোধের বাধ্যাবাধকতা আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে-

অ। ১৫ হাজার টাকার অধিক বেতন-ভাতাদি;

আ। যেকোনো পরিমাণের বাড়ি ভাড়া; এবং

ই। অন্য যেকোনো প্রকৃতির ব্যয়ের পরিমাণ যদি ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম করে।

খ। সরবরাহ ও ঠিকাদারীর বিল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফাইনানশিয়াল সার্ভিস (এম এফ এস) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা না হলে বিদ্যমান উৎসে করহারের অতিরিক্ত ৫০% কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭। ক্ষুদ্র ঋণ সংগ্রহে সহায়তা

ক্ষুদ্র ঋণের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতে NGO Affairs Bureau এর পাশাপাশি Micro Credit Regulatory Authority এর সাথে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুদ্রঋণ হতে আয়কে করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।